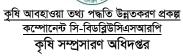
আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন জেলা: বান্দরবান











তারিখ: (০৯সেপ্টেম্বর, ২০২০) বুলেটিন নং ১৭৯ 🏻 ০৯ সেপ্টেম্বর হতে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০৫ সেপ্টেম্বর হতে ০৮ সেপ্টেম্বর , ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৫ সেপ্টেম্বর	০৬ সেপ্টেম্বর	০৭ সেপ্টেম্বর	০৮ সেপ্টেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	٥.٥	٥.٥	৬.০	٥. ډډ	0.0-33.0 (২৩.0)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.8	۷.٥٥	৩৩.৫	৩ 8.0	0.80-4.00
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	૨ ૪.૨	29.2	<i>ঽ</i> ৬.২	<u>ઝ</u> ું.૭	২৬.২-২৮.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-৯০.০	৭২.০-৯৭.০	৭৩.০-৮২.০	০.৬৫-০.୬୬	<i>৫</i> ৫-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	৯.২	১ ৬.৭	৩.৭	৩.৭-১৬.৬৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	٩	ھ	ی	¢	¢-9
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম				

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৯ সেপ্টেম্বর হতে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার ছিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা		
বৃষ্টিপাত (মিমি)	o.o-8.৬ (\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{		
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৩-৩০.৯		
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৬-২৪.২		
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	০.৮৫-০.୬ਖ਼		
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.২-৩.১		
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন		
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম		

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গা ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তর-পূর্ব আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের এর উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের দূর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্বসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তীত থাকতে পারে। পরিবর্তী ৭২ ঘন্টায় আবহাওয়ার অবস্থা উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

ফুল থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়য়্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক
 প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমন দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমন না করতে পারে।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার
 পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে
 না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর
 আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ
 দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল কাটার ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- পরিপক্ক ফসল কর্তন করুন রৌদুজ্জ্বল দিনে।

আমন ধান:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে দুত নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আন্ত:পরিচর্যা করুন।

- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ
 থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়য়্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট দেখা দিলে নিয়য়্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জিম থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে
 স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়য়্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- আগাম শীতকালীন সবজির চারা মূল জমিতে রোপণ করুন।
- চারা রোপণের আগে শিকড় ছত্রাকনাশক দ্রবণে শোধন করে নিন এবং মূল জমির মাটি শোধন করে নিন।
- টেড়শের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল ব্যবহার করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ
 করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নিয়ন্তরণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কারটাপ (৫০%)
 অথবা ১.৫ গ্রাম থিওডিকার্ব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- করলায় এপিলাকনা বিটল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় ডিমসহ আক্রান্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম কার্বারিল অথবা ২ মিলি কার্বোসালফান মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- ফলের মাছি পোকা, লাল কুমড়া বিটল, এপিলাকনা বিটল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু প্রভৃতি ফলের চারা লাগান।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পানঃ

গোড়া পচা রোগ বা কান্ড পচা দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ গর্ত এ ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তুলা:

প্রতি ৩৩ শতাংশে ২ কেজি হারে বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ নিয়য়্রণে ব্যবস্থা নিন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
 - ০ শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
 - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
 - ০ মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঞ্চানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।

যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মৎস্য:

- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে পানি নাড়াচাড়া করে দিন। পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।